শোনা ঘটনা - ইভ টিজিং

(ঘটনাটা আমার এক ডাক্তার কলিগ থেকে শোনা)
তখন সারাদেশে ইভ টিজিং চলছে। সাংবাদিকদের মনে হয় তেমন কাজ নেই। পেপার জুড়ে ইভটিজিং - এর খবর। আমার প্রাইভেট চেম্বার রাস্তার পাশে দোতলায়। কম বয়সের স্বামী - স্ত্রী ১ বৎসরের বাচ্চার প্রস্রাবের রিপোর্ট আমার হাতে দিয়ে মেয়েটি আমার পিছনে এসে মাথা ঘেসে দাঁড়ালো। আমি রিপোর্ট দেখছি।
মহিলাঃ রিপোর্ট কেমন?
আমিঃ ইনফেকশন হয়েছে।
মহিলা উচ্চ স্বরে হাউ মাউ করে কান্না শুরু করল।
আমিঃ কি হল?
মহিলা আরও উচ্চ স্বরে হাউ মাউ করে কান্না করতে লাগলো।
রাস্তা থেকে দলে দলে লোক এসে আমার চেম্বার ভরে গেলো।
জনগণঃ কাদছেন কেন?
মহিলা আরও উচ্চ স্বরে হাউ মাউ করে কান্না করতে লাগলো।
জনগণঃ ডাক্তার কি করেছে?
আমার পা কাপা শুরু হল। মনে হয় ইভটিজিং - এর কেসে পরে গেলাম।
জনগণঃ ডাক্তার সাব, আপনি মেয়েটাকে কি করেছেন?
আমিঃ আমি তো তাকে কিছু করিনি।
জনগণঃ তাহলে তিনি ওভাবে কাদছেন কেন?
আমিঃ আপনারা তার স্বামীকেই প্রশ্ন করুণ।
জনগণঃ তার স্বামী কে?
আমিঃ এইতো, সামনেই বসা।
স্বামীঃ এই, কাঁদছ কেন?
মহিলাঃ রিপোর্ট দেখে?
আমিঃ রিপোর্ট তো খারাপ না।
মহিলাঃ কেন, আপনিই তো বললেন ইনফেকশন হয়েছে। প্রস্রাবে ইনফেকশন মানে তো কিডনিতে ইনফেকশন। কিডনি ইনফেকশন মানে তো কিডনি ডেমেজ। কিডনি ডেমেজ তো আমার বাবু নাই। হু হু হু ----
আমিঃ এন্টিবায়োটিক দিলেই ইনফেকশন ভাল হয়ে যাবে।
মহিলাঃ তাই?
জনগণ চলে গেল।
আমি ইভটিজিং - এর বিপদ থেকে বেচে গেলেম।
ভাগ্যিস মহিলার স্বামী সাথে ছিল।

ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার
ফেইসবুক পোস্ট
স্মৃতির পাতা থেকে
12/6/14